যুগান্তর

তারিখ 13 JAN 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

রুয়েটে ছাত্রশিবির কর্মীরা পিটিয়েছে ছাত্রলীগ কর্মীদের

রাবি প্রতিনিধি

ছাত্রশিবিরের অন্যায়ের প্রতিবাদ করায় রাজশাহী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (রুয়েট) শিবির নেতাকর্মী-ক্যাডাররা ছাত্রলীগের আট কর্মীকে পিটিয়েছে। এ সময় ২২ জানুয়ারির পর ছাত্রলীগের এসব নেতাকর্মীকে দেখে নেয়া হবে বলেও শিবির হুমকি দিয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ জিয়াউর রহমান হলে এ ঘটনা ঘটে।

তবে ছাত্রশিবির ছাত্রলীগ কর্মীদের পেটানোর অভিযোগ অস্বীকার করেছে। এদিকে ছাত্রলীগ অভিযোগ করে, ছাত্রকল্যাণ কর্মকর্তা অধ্যাপক মফিজ উদ্দিন এ ঘটনার মীমাংসা করতে এসে ছাত্রলীগকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে শিবিরের পক্ষ হয়ে তাদের অকথ্য ভাষায় গালাগাল করেন। তিনি ছাত্রশিবিরের কাজে প্রতিবাদ করার জন্য ছাত্রলীগকে তিরস্কারও করেন।

সূত্র জানায়, হলটি চালু হওয়া থেকেই শিবিরের আধিপত্য ও চাপের মুখে এ হলের ডাইনিং কর্মচারীরা ছাত্রশিবির নেতাকর্মীদের রুমে গিয়ে খাবার পৌছে দেয়। ফলে অন্য সাধারণ শিক্ষার্থীরা প্রায়ই ডাইনিংয়ে খাবার খেতে গিয়ে বিড়ম্বনার শিকার হয়। বৃহস্পতিবার রাতে ছাত্রলীগ কর্মী শেখ মোহাম্মদ ফয়সাল ডাইনিংয়ে খেতে গেলে একইভাবে বিড়ম্বনার শিকার হয়ে রুমে রুমে খাবার পৌছানোর প্রতিবাদ করে। এটি বন্ধ না হলে ফয়সাল ছাত্রলীগ কর্মী এবং সাধারণ শিক্ষার্থীদেরও রুমে রুমে খাবার পৌছে

পিটিয়েছে : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৬

পিটিয়েছে : ছাত্রশিবির

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

দেয়ার দাবি জানায়।

এ নিয়ে ডাইনিং কর্মচারীদের সঙ্গে বাগবিতণ্ডার সৃষ্টি হলে রাত ১১টায় শিবির রুয়েট শাখার সাধারণ সম্পাদক তানভির আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক রাজু ও সদস্য আমানের নেতৃত্বে শিবির ক্যাডাররা ফয়সালকে বেধড়ক পেটাতে থাকে। এ সময় সেখানে উপস্থিত ছাত্রলীগ কর্মী অভিজিৎ, পাভেল, সাব্বির, মঞ্জুর, আশরাফুল এবং এদের উদ্ধার ও মীমাংসা করতে গিয়ে ছাত্রলীগ কর্মী আসিফ ও বিপ্লব শিবিরের পিটুনির শিকার হন। ছাত্রশিবির একই সঙ্গে তাদের দেখে নেয়ার হুমকি দেয়। ঘটনার পর হলের সহকারী প্রভোস্ট অধ্যাপক বেলাল হোসেন, অধ্যাপক অজয় কৃষ্ণ সরকার এবং ছাত্রকল্যাণ কর্মকর্তা অধ্যাপক মফিজ উদ্দিন গিয়ে এ ঘটনার মীমাংসা করেন।